সংস্কৃত বিভাগ
পাস: সেমিস্টার - II
পেপার: SANG-CC-T-04
শিক্ষিকার নাম - ড. অনুশ্রী মিত্র।

Section - B: Unit I, ac sandhi :-

১। ইকো যণচি: (পাণিনি ৬/১/৭৭); ইকঃ স্থানে যণ্ স্যাৎ অচি সংহিতায়াং বিষয়ে। সুধী উপাস্য ইতি স্থিতে।

এখানে আমি সংহিতা কি তা তোমাদের জানাচ্ছি।

সন্ধি, সংহিতা বা সন্ধান ব্যাকরণে আদিরত- ভাবে বর্ণবিধি গণ্য হয়, যাতে পাশাপাশি দুটি পদের দুই বর্ণের মধ্যে কিংবা একই শব্দ বা পদের মধ্যে পাশাপাশি দুই বর্ণের সন্ধি হয়। এদের যথাক্রমে বহিঃসন্ধি ও অন্তঃসন্ধি বলা হয়। কোথাও কোথাও এই দুই সন্ধির বিধিপদ্ধতি কিছুটা পৃথক হয় তাই হোক যে কোন সন্ধির প্রথম শর্ত সন্ধীয়মান বর্ণগুলির নিকট সান্নিধ্য। পাণিনির সূত্রে একেই পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা (পা - ১/৪/১০৯) বলা হয়েছে, অবশ্য একই আকারে যাস্কের সূত্রটি নিরুক্তেও মেলে। বেদমন্ত্রের যে অবিচ্ছিন্ন সংহিতাপাঠ, তার সঙ্গে এই সন্ধি বা সংহিতার মিল লক্ষ্য করার মত। বেদের সংহিতা ভেঙে পদ কিংবা পদ জুড়ে সংহিতা [সংহিতা পদপ্রকৃতিঃ] তাই বলি, ঋকপ্রাতিশাখ্য 2/2 এর উ দেখিয়ে দিচ্ছে, একপদের প্রান্তবর্ণ পরপদের আদিবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়

কালের ব্যবধান না থাকার সূত্রেই। (মহাভাষ্য) একেই বলেছে পরঃসন্নিকর্ষ আর তার প্রদীপ-টীকার মন্তব্য — নিরন্তর শব্দ কিংবা একপদে নিরন্তরবর্ণসংস্থানের ফলেই সংহিতা হয়। স্বাভাবিকভাবে পাশাপাশি উচ্চারণের সময় দুই বর্ণের অর্থাৎ ধ্বনির মধ্যে কমপক্ষে অর্ধমাত্রা ব্যবধান থাকে। দ্রুত উচ্চারণের জন্য কোন কারণে ব্যবধানও কমে গেলে ধ্বনিদুটি পরস্পর চাপে পড়ে প্রভাবিত হয়ে রূপান্তর লাভ করতেও পারে। বিলম্বিত উচ্চারণে ধ্বনিদুটির স্বাভাবিক ব্যবধান অক্ষুন্ন থাকে বলে সন্ধি হয় না।

'বর্ণ' বলতে ধ্বনির লিখিত-প্রতীকমাত্র বুঝলে সংহিতা বা সন্ধিকে বর্ণবিধি বলা যথার্থ নয়। কেননা ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়েই বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলির চলন বলনের ইতরবিশেষ থেকে সন্ধির পরিস্থিতি আসে। লিখিত বর্ণগুলি তার চিত্ররূপ দেয় মাত্র। সরাসরি বললে সংহিতা ধ্বনিবিধি; ধ্বনির লোপ, আগম, বিকার, সমীভবন, বিষমীভবন ইত্যাদি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ছকে এই জন্য আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান তাকে বিশ্লেষণ করে থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় সন্ধির ফলকে সন্ধি ধরে নিয়ে বলা হয়েছে — সন্ধিশ্চতুর্বিধো ভবতি লোপাগমবিকারঃ প্রকৃতিভাবশ্চেতি। লোপ, আগম, বিকার ও প্রকৃতিভাব এই হল চার সন্ধি অর্থাৎ সন্ধিফল। সন্ধীয়মান পদগুলির দিক থেকে হিসাব করলে স্বরসন্ধি (অচ্‌সন্ধি), ব্যঞ্জনসন্ধি (হল্‌সন্ধি), বিসর্গসন্ধি এইভাবে সন্ধির শ্রেণীবিভাগ করা যায়। আবার বিভক্তিযোগের ব্যাপারটিকে পৃথক প্রক্রিয়া ধরে স্বাদি সন্ধি নামে চতুর্থপ্রকার সন্ধি অনেকে মানেন। যেমন — প্রক্রিয়াকৌমুদীর প্রকাশটীকায় বলা হয়েছে — চত্বারঃ সন্ধয়ো ভবন্তু নাম —

(অচ্‌সন্ধিঃ, হল্‌সন্ধিঃ, বিসর্গসন্ধিঃ, স্বাদিসন্ধিঃ)। কিন্তু লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীকার অচ্‌সন্ধিঃ হল্‌সন্ধিঃ ও বিসর্গসন্ধি এই তিনরকম সন্ধি উল্লেখ করেছেন।

সন্ধির দ্বিতীয় শর্ত

অর্থনিরপেক্ষতা। যে দুটি ধ্বনির সন্ধি হতে যাচ্ছে, তাদের অর্থ অবিচ্ছিন্ন হলেই থাকার কথা নয়, শব্দের অংশ হিসাবে ধ্বনি নিরর্থকই বটে, আর অর্থবান শব্দ বা পদের সন্নিকর্ষ দশায় একটির অন্ত্যধ্বনি পরেরটির আদ্যধ্বনির সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হওয়ার সময়ও অবিচ্ছিন্নক্ষেত্রে পদদুটির অর্থসম্বন্ধ ভাবতে হয় না। যেমন, তদ্দ্বিত ইত্যাদি পদবিধিতে কিন্তু অর্থসঙ্গতি খুবই জরুরি, পাণিনি তাই সূত্র করেছেন — সমর্থঃ পদবিধিঃ (২/১/১)। এখানে সামর্থ্য বলতে অর্থসম্বন্ধ, অর্থসংসর্গ বা অর্থসঙ্গতি বুঝতে হবে। বাক্যে দুইপদের যে অর্থসম্বন্ধ থাকে তার নাম অপেক্ষা সামর্থ্য। সমাসে ও অন্যান্য পদবিধিতে তা অর্থসংসর্গ বা অর্থসঙ্গতির পর্যায়ে পৌঁছায়। একে বলে একার্থীভাব সামর্থ্য। সেক্ষেত্রে অর্থসামর্থ্য না থাকলেও পরস্পর পারাঙ্মুখ দুই শব্দ বা পদের দুটি ধ্বনি নিতান্ত অব্যবহিত উচ্চারণপ্রক্রিয়ার ...

সন্নিকৃষ্ট হতে পারে। বলাবাহুল্য, অর্থসম্বন্ধ যদি কোথাও থাকে অস্ফুট হয় তাহলেও সন্ধির অনুমতি নেই।

এইবারে 'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা' এই সূত্রে আসা যাক। [বর্ণানামতিশয়িতঃ সন্নিধিঃ সংহিতাসংজ্ঞঃ স্যাৎ (একাধিক বর্ণের অত্যন্ত সন্নিধান সংহিতা সংজ্ঞক হয়)], এই সূত্রে যে 'পর' শব্দ আছে, তার এস্থলে অর্থ অতিশয়িত বা অত্যন্ত। দূরানাত্মোত্তমাঃ পরাঃ ইত্যমরঃ — দূর, নিজ থেকে ভিন্ন ও উৎকৃষ্ট — এইগুলি পর শব্দের অর্থ। দূরত্ব দিক দেশ অথবা কালবৃত্তিই হয়, বর্ণের ক্ষেত্রে দিক ও দেশবৃত্তি দূরত্বের গ্রহণ করা যায় না। কালের দূরত্ব গ্রহণ করা সম্ভব থাকলেও এটি সন্নিকর্ষের বিশেষণ হতে পারে না। কারণ দূর ও নিকট দুইটি বিরোধী। আত্মোত্তম অর্থেরও গ্রহণের কোন প্রসঙ্গই নেই, সেইজন্য অন্তিম অর্থটিই গৃহীত হয়েছে। সুতরাং এস্থলে 'পর' শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অতিশয়িত।

সন্নিকর্ষের অর্থ আচার্যগণ সংযোগ অথবা সমবায়রূপ সম্বন্ধ; কিন্তু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের সংযোগ হতে পারে না, গুণের সঙ্গে গুণের সংযোগসম্বন্ধ কেউ স্বীকার করেন না — বর্ণ শব্দাত্মক গুণ। শব্দাত্মক বর্ণ আর শব্দাত্মক বর্ণ

সমবায় সম্বন্ধে থাকতে পারে এবং
কারণ শব্দের সমবায় সম্বন্ধে
অনিত্যতা হল আকাশ। বর্ণকে
যাঁরা নিত্য ও বিভু দ্রব্য বলে
স্বীকার করেন, তাঁদের মতেও
প্রত্যেক নিত্য ও বিভু অর্থাৎ প্রত্যেক
নিত্য ও বিভু দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধ
থাকতে পারে না। নিত্য ও বিভু
দ্রব্যের সংযোগ কেউ কেউ স্বীকার
করেন। আর যদি ওদের সংযোগ-
রূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়,
তাহলে অতিশয় বিশেষণের
কোন সার্থকতা থাকে এবং বর্ণদ্বয়ের
অভিলষিত সংযোগ যে কিরূপ
হতে পারে, তা কেউ বলতে সক্ষম
নয়। এইজন্য এই স্থলে সন্নিকর্ষের
অর্থ সন্নিধি অর্থাৎ নির্ব্যবধান—
গৃহীত হয়েছে।

বর্ণদ্বয়ের যে অত্যন্ত
সন্নিধান, তা কিরূপ প্রথম বিবেচনীয়
ওরা আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্য নয় যে
ওদের দেশকৃত দূরত্ব বা সন্নিধান
হতে পারে; সেইজন্য কালকৃত
সন্নিধানই প্রকৃতে গৃহীত হয়ে
থাকে। বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ-কালের
যে ব্যবধান থাকে, তা অল্প কাল
অর্থাৎ অল্প। ক্রমশঃ উচ্চার্যমান
বর্ণগুলির মধ্যে কালের ব্যবধান
থাকেই; পূর্ববর্তী বর্ণের উচ্চারণের

স্বর ও ব্যঞ্জন প্রভৃতির ব্যবহার, যে উচ্চারিত হলে সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণ কালে যে স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতির ব্যবহার আবশ্যক হয়, তাদের মধ্যে যে অক্ষরের ব্যবহার হয়েছে, তা অতি সূক্ষ্ম বলে উপলব্ধি হওয়া কঠিন হলেও তাদের মধ্যে অর্ধমাত্রাগুলোর ব্যবহার থাকে স্বাভাবিক। এই অর্ধমাত্রাগুলির পরিমাণ স্থির আছে। প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ করার পর আর প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ করতে অর্ধমাত্রার কোনখানের ব্যবহার থাকে না, সেই অর্ধমাত্রার কোনখানের ~~পরিবর্তিত~~ বর্ধিত হওয়াই এখানে অবলম্বিত অনিবার্য বা অতীত অনুভবনীয় বলে গৃহীত হয়েছে।

উচ্চারণের তিনটি রীতি আছে— দ্রুত, মধ্যম, বিলম্বিত। দ্রুত রীতিতে বর্ণের উচ্চারণে যতটা সময় ব্যয়িত থাকে, মধ্যম তার অপেক্ষা তিনভাগ অধিক এবং বিলম্বিত রীতিতে মধ্যমের অপেক্ষা আরও তিনভাগ মাত্রাগুলোর ব্যবহার থাকে। অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণ করতে দ্রুত রীতিতে অর্ধমাত্রাগুলো ব্যবহার থাকে, সুতরাং দ্রুত রীতিতেই সংক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু অন্য রীতিতে সংক্ষিপ্ত হয় না।